দর্শনায় পুলিশের অভিযানে ৬ পলাতক আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১টা থেকে ভোর পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার প্রতাপপুর গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে মিলন (৩৫), ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত হানিফ আলীর ছেলে আবুল উদ্দিন (৬২), একই গ্রামের মৃত আজিজুর রহমানের ছেলে এনামুল হক (৩০), দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত ফকির চান আলীর ছেলে ডালিম (৩৫), একই গ্রামের মৃত নবাই মণ্ডলের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩০) এবং চাকুলিয়া গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে মোজাম্মেল হক (৩৩)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার গভীর রাতে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) হিমেল রানার নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক পৃথক দল উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) হিমেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। পরে তাদের চুয়াডাঙ্গা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় ৯ মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ৯টি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত এক পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে দর্শনা বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত মারুফ খান ওরফে অন্তর (২৮)। তিনি দর্শনা পৌরসভার আজিমপুর গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা রেলবাজার এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় নয়টি মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি মারুফ খান ওরফে অন্তরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, গ্রেপ্তারকৃত আসামির বিরুদ্ধে একাধিক চুরির মামলা রয়েছে। তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও পলাতক আসামিসহ গ্রেফতার ৩

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২ বোতল ফেনসিডিল ও পলাতক আসামিসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত ৩ জন বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের ইনজিল হোসেনের ছেলে আব্দুস সালামকে (৩৭) ২ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে।

অপরদিকে অভিযান চালিয়ে দীর্ঘদিনের পলাতক আসামী দর্শনা আকন্দবাড়িয়া গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন(৩৫)ও দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গড়াইটুপি গ্রামের ১ বছরের পলাতক আসামি আবু বাদশার ছেলে আরিফুল ইসলামকে (৪০) গ্রেফতার করে।

জানাযায় আজ শুক্রবার ভোর থেকে অভিযান চালায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর। এ সময় শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে দর্শনা

থানার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশ দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে জি আর মামলার পলাতক আসামী আব্দুস সলামকে তাকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে ২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। একই দিন দর্শনা আকন্দবাড়িয়ায় অভিযান চালিয়ে দীর্ঘ দিনের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী জাহাঙ্গীর হোসেনকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। একই দিন গড়াইটুপি ইউনিয়নের তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ অভিযান চালিয়ে সি আর মামলার ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে ।

ঝিনাইদহ র্যাবের হাতে চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার পলাতক আসামি গ্রেফতার

বিশেষ অভিযান চালিয়ে চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার এক পলাতক আসামীতে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬। আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার খালিশপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর অধিনায়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান, র্যাব-৬ (ঝিনাইদহ ক্যাম্প) এর একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত ১ জন পলাতক আসামী উপজেলার খালিশপুর এলাকায় অবস্থান করছে।

উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে আভিযানিক দলটি ঘটনার সত্যতা যাচাই করে খালিশপুর বাজার এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নজরুল ইসলাম নজু (৩৯) নামে এজাহারভুক্ত পলাতক আসামী কে গ্রেফতার করে। নজরুল ইসলাম একই উপজেলার ভালাইপুর খা পাড়া গ্রামের অমিদুল মন্ডল ছেলে।

উল্লেখ, গত ১২ সেপ্টেম্বর রাতে মহেশপুর থানাধীন ১নং এসবিকে ইউনিয়নের ভালাইপুর গ্রামের তৌহিদুল ইসলাম এর বাড়িতে অজ্ঞাতনামা চোরেরা গরু চুরির উদ্দেশ্যে গিয়ে তৌহিদুল ইসলামকে আহত করে পালিয়ে যায়। এছাড়া একই রাতে তার প্রতিবেশী সুমন খান এর বাড়ি হতে দুইটি গরু চুরি হয়। উক্ত চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসামীরা বাদীর স্বামী, ভিকটিম রাশেদ শেখ (৩৮), পিতা-মিঠু শেখ ও ভিকটিমের চাচা মোঃ বজলুর রহমান এবং ভিকটিমের ছোট ভাই মোঃ রাজদুল ইসলাম শেখ দেরকে চোর সাব্যস্ত করে খুজতে থাকে।

উক্ত তারিখ সকালে ভিকটিম বাড়ি হতে মটর সাইকেল যোগে খালিশপুর বাজারে যাওয়ার সময় মহেশপুর থানাধীন এসবিকে ইউনিয়নে ভালাইপুর গ্রামের রাহাতুল্লাহ সরদার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে ইটের সলিং রাস্তার উপর পৌঁছা মাত্রই আসামীগন একত্রিত হয়ে ভিকটিমের গাড়ি থামিয়ে মারার চেষ্টা করলে ভিকটিম ভয়ে দৌড়ে ভালাইপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে গেলে আসামীরা সেখানে গিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে এলোপাতাড়ি ঘুষি, লাথি ও লাঠি দিয়ে মারতে থাকে। ভিকটিমের বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর করে এবং বাড়ি থেকে ভিকটিমের চাচা ও ছোট ভাইকে মারতে মারতে ভালাইপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে যায়। আসামিগন ভিকটিম ও ভিকটিমের চাচা এবং ছোট ভাইকে কাঠের বাটাম দিয়ে গুরুতর জখম করে।

পরবর্তীতে রাশেদ শেখ ও তার চাচা এবং ছোট ভাইকে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাশেদ শেখকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় মোছাঃ চুমকি বেগম বাদী হয়ে মহেশপুর থানায় ২১ জন আসামীর নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ২০/২৫জন আসামীর বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

এরপর ঘটনার বিষয়ে র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং আসামীদেরকে গ্রেফতারের লক্ষ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রাখে। গ্রেফতারকৃত আসামীকে মহেশপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে র্যাবের অভিযানে হত্যা মামলার ৩ পলাতক আসামি গ্রেফতার

ঝিনাইদহের মহেশপুরে চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার ৩ পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬। গতকাল সোমবার রাত ১টার দিকে র্যাব-৬ (ঝিনাইদহ ক্যাম্প) এর একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে মহেশপুর থানার হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত ৩ পলাতক আসাম কে উপজেলার ভালাইপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত ৩ পলাতক আসামীরা হলেন একই উপজেলার ভালাইপুর গ্রামের মাহাতাব বিশ্বাসের জেন্টু (৫০), কেসমত খাঁর ছেলে আবদার (৫২), এবং মৃত ইদবার খার ছেলে আলী হোসেন (৫৪)।

উল্লেখ, গত ১২ সেপ্টেম্বর রাতে মহেশপুর থানাধীন ১নং এসবিকে ইউনিয়নের ভালাইপুর গ্রামের তৌহিদুল ইসলাম এর বাড়িতে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন চোর গরু চুরির উদ্দেশ্যে গিয়ে তৌহিদুল ইসলামকে আহত করে পালিয়ে যায়। এছাড়া একই রাতে তার প্রতিবেশী সুমন খান এর বাড়ি হতে দুইটি গরু চুরি হয়।

উক্ত চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসামিরা হত্যা মামলার বাদীর স্বামী, মিঠু শেখ ছেলে রাশেদ শেখ (৩৮), ও ভিকটিমের চাচা মোঃ বজলুর রহমান এবং ভিকটিমের ছোট ভাই মোঃ রাজদুল ইসলাম শেখ দেরকে চোর সাব্যস্ত করে খুজতে থাকে। উক্ত তারিখ সকালে ভিকটিম বাড়ি হতে মটর সাইকেল যোগে খালিশপুর বাজারে যাওয়ার সময় মহেশপুর থানাধীন এসবিকে ইউনিয়নে ভালাইপুর গ্রামের রাহাতুল্লাহ সরদার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে ইটের সলিং রাস্তার উপর পৌঁছা মাত্রই আসামীগন একত্রিত হয়ে ভিকটিমের গাড়ি থামিয়ে মারার চেষ্টা করলে ভিকটিম ভয়ে দৌড়ে ভালাইপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে গেলে আসামীরা সেখানে গিয়ে ভিকটিমকে হত্যার উদ্দেশ্যে এলোপাতাড়ি ঘুষি, লাথি ও লাঠি দিয়ে মারতে থাকে। ভিকটিমের বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর করে এবং বাড়ি থেকে ভিকটিমের চাচা ও ছোট ভাইকে মারতে মারতে ভালাইপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে যায়। আসামিগন ভিকটিম ও ভিকটিমের চাচা এবং ছোট ভাইকে কাঠের বাটাম দিয়ে গুরুতর জখম করে। পরবর্তীতে ভিকটিম ও ভিকটিমের চাচা এবং ছোট ভাইকে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাশেদ শেখকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় ভিকটিমের স্ত্রী বাদী হয়ে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

ঘটনার বিষয়ে র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল আসামীদেরকে গ্রেফতারের লক্ষ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রাখে। গ্রেপ্তারকৃত আসামীদেরকে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানায় হস্তান্তর হয়েছে।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা মামলায় আদালত কর্তৃক ৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মো: নুহু (৩৫) কে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

গ্রেফতারকৃত মোঃ নুহু মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের মোঃ আক্কাস আলীর ছেলে।

আজ শনিবার (২২ জুন) দুপুরের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার মোকারিমপুর ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রামের (সেন্টারপাড়া) এলাকার মোঃ সাহাবুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা মামলা নং এসটিসি-৩৯/১৩। ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানাবলীর আইনের ৪ ধারা মোতাবেক তাকে ৭ বছরের সাজা দিয়ে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন বিজ্ঞ বিচারক।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আদালত কর্তৃক গ্রেফতারী পরোয়ানার আদেশ পেয়ে নুহুকে গ্রেফতারের প্রচেষ্টা চালায় র্যাব সদস্য। পরে গোপন সংবাদে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রেফতারকৃত আসামি নুহুকে গাংনী থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত পরোয়ানাভুক্ত আসামি রবিন মোল্লা ওরফে রবিউল ইসলামকে (৩৮) গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

সে দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের হল্ট স্টেশন পাড়ার রহমান মোল্লার ছেলে।

আজ শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানা পুলিশ এ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান (পিপিএম-সেবা) জানান, দর্শনা থানার ওসি বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে এ এস আই বশির আহম্মেদ গোপন সংবাদের সঙ্গীয় ফোর্সসহ দর্শনা থানাধীন দক্ষিন চাঁদপুর হল্ট স্টেশন পাড়ার এলাকায় ছদ্মবেশ ধারণ করে অভিযান পরিচালনা করে। এসময় পুলিশ ঢাকা বিমান বন্দর থানার ৬৫(০৫)২০১৬ নাম্বার মামলায় বিজ্ঞ আদালতের ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ সালের রায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এবং ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত গ্রেফতারী পরোয়ানাভুক্ত আসামি রবিন মোল্লা রবিউল ইসলামকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

দর্শনা থানার ওসি বিপ্লব কুমার সাহা গ্রেফতারকৃত ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শুক্রবার দুপুরে তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

জারি হওয়ায় র্যাবের গোয়েন্দা দল আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দীর্ঘ ৯ বছর পর ঢাকার সাভার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়।

ঝিনাইদহে ১০ মামলার পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহে ১০ মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত পলাতক আসামি মিঠু মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে সদর থানা পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত মিঠু মিয়া সদর উপজেলার বকসিপুর গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে এসটিসি-৮৭/১২ ঝিনাইদহ জি,আর-৩১৫/১২ ১৯৭৮ সালের ১৯-এ ধারায় অস্ত্র আইন মামলায় ওয়ারেন্ট ভুক্ত পলাতক।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দীন জানান, গত বুধবার গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে ১৯৭৮ সালের ১৯-এ ধারায় অস্ত্র আইন মামলায় ওয়ারেন্ট ভুক্ত পলাতক আসামী মিঠু বৈডাঙ্গা বাজার এলাকায় অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর থানার সাব-ইন্সপেক্টর রোকন আহমেদের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে মিঠুকে আটক করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও গ্রেপ্তারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে অস্ত্র, খুন, গুম, চাঁদাবাজি, ডাকাতী, নারী-নির্যাতনসহ ১০ টি মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃত ওয়ারেন্ট ভুক্ত পলাতক আসামি মিঠুকে বুধবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

[redacted]

[redacted]